মুজিবনগরে ৮ হাজার ২২১ শিশুকে দেয়া হবে হাম-রুবেলা টিকা

মুজিবনগর উপজেলায় হাম-রুবেলা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি শুরু হচ্ছে আগামী সোমবার। এ উপলক্ষে কর্মসূচির বিস্তারিত জানাতে এক অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ে আয়োজিত এ সভায় টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই জিয়া, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সানজিদা আক্তারসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ও ইপিআই টিকাদান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান জানান, মুজিবনগর উপজেলায় আগামী ২০ এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত (ছুটির দিন ও নিয়মিত ইপিআই টিকাদানের দিন ব্যতীত) বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হবে।

তিনি আরও জানান, উপজেলায় মোট ৮ হাজার ২২১ জন শিশুকে এ টিকার আওতায় আনা হবে। এর মধ্যে প্রি-প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থী ১ হাজার ৮৮৯ জন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ৬ হাজার ৩৩২ জন শিশু রয়েছে।

দর্শনায় নিখোঁজের একদিন পর

নর্দমা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিখোঁজের একদিন পর নর্দমা থেকে উদ্ধার হলো মাহিন (৫) নামে এক শিশুর মরদেহ। আজ সোমবার সকাল ৭ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সে ওই গ্রামের মামুন আলীর ছেলে।

স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য ইউনুস আলী জানান, রবিবার (১২ এপ্রিল) দুপুর থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছিলো না।

আজ সোমবার সকালে বাড়ির পাশের নর্দমায় পানিতে মাহিনকে ভাসতে দেখা যায়। পরে পরিবারের লোকজন নর্দমা থেকে মাহিনের মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,আমরা পুলিশ পাঠেয়েছি ঘটনা তদন্ত পৃর্বক ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেলাল হোসেন (৬) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাতে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদী সাজিপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বেলাল হোসেন ওই গ্রামের প্রবাসী মো. রকিবুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বেলাল নিজ বাড়িতে একটি লোহার পেরেক নিয়ে টেবিলের ওপর খেলছিল। এ সময় তার মা মোবাইল ফোনে তার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। অসাবধানতাবশত শিশুটি হাতে থাকা পেরেকটি টেবিলের ওপর

থাকা বৈদ্যুতিক সকেটে প্রবেশ করালে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।

পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সন্ধানী হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা এনামুল হক জানান, বেলাল টেবিলের ওপর বসে খেলছিল। এ সময় হাতে থাকা পেরেক সকেটে লাগলে সে গুরুতর আহত হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং বিপজ্জনক বস্তু শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুল ইসলাম জানান, পেরেক সকেটে ঢোকানোর ফলে শিশুটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) উত্তম কুমার দাস জানান, ঘটনাটি জানার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে বাড়ছে হামের প্রকোপ, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪ শিশু

সারাদেশের মতো মেহেরপুরেও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে সংক্রামক রোগ হামের প্রকোপ। গত বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ৬ জন শিশু চিকিৎসাধীন ছিল, গতকাল শনিবার ৪ জন শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ দিনে হাসপাতালে ইনডোর এবং আউটডোরে চিকিৎসা নিয়েছে ২১ জন শিশু।

সংক্রমণ রোধে আক্রান্ত শিশুদের জন্য ডায়রিয়া ওয়ার্ডের নিচে আলাদা একটি ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার

হাসপাতালে হামে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ছিল ৯ জন। শুক্রবার ও শনিবার নতুন করে ৪ জন শিশু আক্রান্ত হয়েছে, এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার ১ জন এবং গাংনী উপজেলার ২ জন রয়েছে।

গাংনী উপজেলার বাসিন্দা মৌসুমী জানান, প্রথমে শিশুর জ্বর মনে হলেও পরে চিকিৎসকরা হাম শনাক্ত করেন। গত ৬ মাস ধরে টিকা নিতে পারিনি। টিকা নিতে গেলে বলা হয়, টিকা নেই।

সদর উপজেলার ঝাউবেরিয়া এলাকার মুনিয়ারা বলেন, আমার মেয়ের বয়স ৯ মাস। তিন দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি আছে, কিন্তু এখনো কোনো হামের টিকা দেওয়া হয়নি।

জেনারেল হাসপাতালের নার্স জানান, হামে আক্রান্ত শিশুদের আলাদা রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে অভিভাবকদের সচেতন করা হচ্ছে যাতে অন্য শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ না ছড়ায়।

শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. হাবিবুর রহমান বলেন, হাম হলে জ্বর, শরীর ব্যথা ও নাক দিয়ে পানি পড়া শুরু হয়। এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই আক্রান্ত রোগীদের আইসোলেশনে রাখা জরুরি। তিন-চার দিনের মধ্যে শরীরে র্যাশ দেখা দেয় এবং পরে মুখে ঘা হতে পারে। এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা নিতে হবে।

মেহেরপুরে শিশু-কিশোরদের ঈদ কার্ড প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে মেহেরপুরে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ঈদ কার্ড প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিশু একাডেমির আয়োজনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

এছাড়াও এসময় সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় দুইটি ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়। এর মধ্যে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।

শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা বিকাশ এবং ঈদের আনন্দকে ঘিরে তাদের মধ্যে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দিতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে আয়োজকরা জানান। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা নানা রঙ ও নকশায় আকর্ষণীয় ঈদ কার্ড তৈরি করে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় দেয়।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১, শিশুসহ আহত ৩

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর ইটভাটা সংলগ্ন সড়কে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আব্দুল মান্নাফ (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শিশুসহ আহত হয়েছেন তিনজন।

সোমবার (৯ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল মান্নাফ মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের আসাদ আলীর ছেলে। আহতরা হলেন—মান্নাফের কন্যা তসলিমা খাতুন (৩০), নাতনি খাদিজা খাতুন (৩) ও চাঁদনী খাতুন (৩ মাস)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল মান্নাফ তার কন্যা ও নাতনিদের নিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি শোলমারীতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। এ সময় ফতেপুর ইটভাটার কাছে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই আব্দুল মান্নাফ নিহত হন এবং তিনজন গুরুতর আহত হন। অপর

মোটরসাইকেল চালকের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তিনি ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত সটকে পড়েন।

নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল মান্নাফকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতরা বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জিকে ক্যানেল থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে মোহাম্মদ আলী (৩) নামের এক শিশু নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ২১ ঘণ্টা পর জিকে ক্যানেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার সকালে উপজেলার ধুবইল ইউনিয়নের ৮নং কাদেরপুর এলাকার জিকে ক্যানেল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

শিশু মোহাম্মদ আলী উপজেলার ধুবইল ইউনিয়নের ৮নং কাদেরপুর এলাকার রহমত বলী কহনের পুত্র।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুটি বাড়ির আশপাশ থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হলে স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। দীর্ঘ সময় খোঁজ না পেয়ে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়। পরে আজ সকালে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করে।

ডুবুরি দলের সদস্যরা এবং স্থানীয় এলাকাবাসীর সর্বোচ্চ চেষ্টায় অবশেষে জিকে ক্যানেল থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় পুরো

এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

মেহেরপুরে জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ জেলা কমিটির দ্বিমাসিক সভা

জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম মেহেরপুর জেলা কমিটির দ্বিমাসিক সমন্বয় সভা মঙ্গলবার বিকাল তিনটার দিকে মউকের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুর রহিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য সচিব ও মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা খাতুন। এছাড়াও বক্তব্য দেন কমিটির সহ-সভাপতি পলি খাতুন, সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম এবং কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ।

সভায় মেহেরপুর জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি আইনগত দিক, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভা শেষে কমিটির সদস্যরা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল শিশু হাসানের

ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্য নানাবাড়ীতে বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল ৫ বছরের শিশু হাসানের। ঘটনাটি ঘটেছে আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামে। দুই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে আনুমানিক ১০টার দিকে এ হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। শিশুটির অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও পুরো গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামের ইসরাইল হোসেনের স্ত্রী তার বাপের বাড়ি ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্য সন্তানদের সাথে নিয়ে খোরদ গ্রামে বেড়াতে আসেন। পারিবারিক আনন্দঘন পরিবেশে সবার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিল ছোট্ট হাসান। সকালে সে তার নানা লাল্টু হোসনের সঙ্গে স্থানীয় ভোটকেন্দ্রে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান শেষে নানা-নাতি বাড়ীতে ফিরে আসে।

বাড়ীতে ফিরে সমবয়সী অন্য শিশুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে হাসান।

খেলার এক পর্যায়ে সবার অগোচরে বাড়ীর পাশের মাঠের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট পুকুরের দিকে চলে যায়। অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে গেলে সে আর উঠতে পারেনি।

কিছু সময় পর শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

একপর্যায়ে বাড়ির পাশের পুকুরে তাকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে দ্রুত উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে তড়িঘড়ি করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা- নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়। এদিকে খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় পুরো খোরদ গ্রামে শোকের মাতম চলছে।

নতুন পোশাকে শিশুর চোখে নতুন স্বপ্ন জাগালো আলমডাঙ্গা মানবাধিকার কমিশন

নতুন ড্রেসে নতুন স্বপ্ন, আলমডাঙ্গার নান্দবারে শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটাল বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন।

“ছোট্ট সহায়তায় বড় আশা” এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মানবিক কার্যক্রমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখা। গতকাল রবিবার বেলা ১২টার সময় বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে নান্দবারব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর হাতে নতুন স্কুল ড্রেস ও স্কুল ব্যাগ তুলে দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন পরশ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক হুমায়ন কবির টুলু, উপস্থিত ছিলেন আসমানখালী ক্যাম্পের ইনচার্জ ফিরোজ আহমেদ, ক্যাম্পের উপ পরিদর্শক শাহরিয়ার তপু, মানবাধিকার কর্মী চঞ্চল হোসেনসহ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। এসময় নতুন পোশাক ও ব্যাগ হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে।

জানা গেছে, চলতি বছর সংস্থাটির পক্ষ থেকে অসহায় পরিবারের জন্য বাসস্থান নির্মাণে নগদ অর্থ ও টিন সহায়তা প্রদান করা করেছে। তীব্র শীতে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন শীতার্তদের মাঝে ৪০০ এর অধিক কম্বল বিতরণ করা করেছে। এছাড়াও মাইলস্টোনে বিমান দুর্ঘটনার সময় ৪৬ ব্যাগ রক্তসহ গত বছর এপ্রিল মাস থেকে এখন পর্যন্ত ১০৭ ব্যাগ রক্তের ব্যবস্থা করেছে শাখাটি।

সভাপতি আল আমিন হোসেন বলেন, “আমরা অসহায় মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।